কুষ্টিয়ায় অর্ধকোটি টাকার কোকেনসহ বাস জব্দ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৯৮৫ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করেছে বিজিবি। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার মথুরাপুর বাস স্ট্যান্ড বাজারে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ এ মাদক উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, বাস যোগে মাদক পাচারের গোপন সংবাদ পেয়ে ৪৭বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনস্থ প্রাগপুর বিজিবি ক্যাম্পের ইনচার্জ হাবিলদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবি’র টহল দল মথুরাপুর বাজারে কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা প্রাগপুরগামী যাত্রীবাহী রোহান পরিবহনে তল্লাশি অভিযান চালায়।

এসময় মালিক বিহীন প্যাকেটজাত অবস্থায় ৯৮৫ গ্রাম কোকেন উদ্ধার করে যার মূল্য ৪৯ লক্ষ ২৫টাকা বলে বিজিবি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

উদ্ধার করা মাদক সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা দিয়েছে বিজিবি।

কুষ্টিয়ায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষদের কিছুটা শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল বিতরণ করেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

আজ শনিবার সকালে জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যালয়ের সামনে দুই শতাধিক পরিবারের মধ্যে নিজে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল তুলে দেন জেলা প্রশাসক।

তীব্র শীতের মধ্যে শীতবস্ত্র পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন অসহায় মানুষগুলো।

কম্বল পাওয়া শহরপর রেললাইন সুখনগর বস্তি এলাকার রিকসাচালক বাশার বলেন, আমি রিকশাচালক। রাত হলে ছেলে মেয়ে নিয়ে শীতে খুব কষ্ট করি। রোজগার করে যে টাকা পাই তা দিয়ে একটা ভালো কম্বল কিনার সাধ্য নেই। অনেকের কাছে একটা কম্বল চাইছিলাম কেউ দেয়নি। আজ শুনলাম ডিসি স্যার কম্বল দেবে শুনেই আসিছি। ডিসি সাব আমাকে একটা শীতবস্ত্র দিয়েছেন। এটা আমার জীবনের সব থেকে বড় পাওয়া। মনে হয় আল্লাহ আমার চাওয়া কবুল করছে। এখন রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারব।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, গত দুই সপ্তাহ ধরে খুব কনকনে শীত পড়েছে। এই জেলায় ছিন্নমূল মানুষের পাশাপাশি দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের মানুষরা শীত বেড়ে যাওয়ায় এসব মানুষ শীতে অনেক কষ্ট পাচ্ছে। তাই তাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করার জন্য এই শীতবস্ত্র বিতরণে উদ্যোগ নেওয়া। এতে করে তাদের কষ্ট লাঘব হবে।

শুধু সরকার নয়, সমাজের বিত্তশালীদের শীতার্তদের পাশে দাঁড়াতে হবে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আমরা এ বছর দুযোর্গ ব্যবস্থপনা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডার থেকে ৪৮ হাজার কম্বল পেয়েছি। যেগুলো আমরা উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করেছি। ইতোমধ্যে স্ব-স্ব উপজেলা দুস্থ ও শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজকেও সাড়ে ৫ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বাল্যবিয়ে পণ্ড, এতিমখানায় গেলো বিয়ে বাড়ির খাবার

কুষ্টিয়ায় একটি বাল্যবিয়ের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। এসময় বিয়ের অনুষ্ঠানের সব খাবার এতিমখানা ও মাদরাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের ফারাজী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত ০৩ জানুয়ারি হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের মো. কালু মিয়ার ছেলে মো. নিশানে সঙ্গে একই এলাকার ফারুখ হোসেনের কন্যা ফাহিমা আক্তারের সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ সম্পন্ন হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। গোপন খবর পেয়ে জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী মেয়ের বয়স ১৮ বছর না হওয়ায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পার্থ প্রতিম শীল অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় বরপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় উপস্থিত কনের অভিভাবককে অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে মানবিক দৃষ্টিতে কনের মা-বাবা থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

সেই সঙ্গে বরপক্ষের জন্য রান্না করা খাবার উপজেলার হাটশ হরিপুর গোরস্থানের এতিমখানায় খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

ইউএনও পার্থ প্রতিম শীল বলেন, কনে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় দেশের প্রচলিত আইন মেনেই এ বাল্যবিয়ের অনুষ্ঠানটি বন্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কনের মা ও বাবা শাস্তি হিসেবে বিয়ের বরযাত্রীদের জন্য তৈরি করা সব খাবার এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। এ ধরনের বাল্যবিয়ে যাতে না হয়, সেজন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক খোঁজ রাখা হচ্ছে।

অভিযানে কুষ্টিয়া সদর ইউএনও পার্থ প্রতিম শীল ও কুষ্টিয়া মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নূরে সফুরা ফেরদৌসসহ কয়েকজন পুলিশ ও আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় তরুণীর ছবি বিকৃত করে ফেসবুকে ছড়ানোর হুমকি: যুবক গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় তরুণীর ছবি বিকৃত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়ানোর হুমকির ঘটনায় রাকিবুল হাসান (৪০) নামের এক যুবককে

গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকালে দৌলতপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে ভুক্তভোগী তরুণী বাদী হয়ে রাকিবুল হাসানকে আসামি করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা করেন। গ্রেপ্তারকৃত রাকিবুল হাসান দৌলতপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া গ্রামের রওশন আলীর ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, বাদী একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী। বেশ কিছুদিন আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি রাকিবুল হাসানের পক্ষে একটি মামলায় অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এর সঙ্গে বাদী সহযোগিতা করেন। সে সূত্রে বাদীর সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় হয়। এরপর থেকে বাদীর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে অশালীন বার্তা পাঠাতেন ও কু-প্রস্তাব দিতেন রাকিবুল। ভুক্তভোগীর মুখ নগ্ন ছবি ও ভিডিওতে সংযুক্ত করে ১৬ জানুয়ারি বাদী হোয়াটসঅ্যাপে ও তার আত্মীয়-স্বজনদের মোবাইল ফোনে পাঠায় রাকিবুল। এ সময় প্রস্তাবে রাজি না হলে এডিট করা নগ্ন ছবি এবং ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্ত যুবক।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. মাহমুদুজ্জামান বলেন, রাতে মামলা দায়েরের পর অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার মোবাইল ফোন থেকে এডিট করা কিছু ছবি উদ্ধার করা হয়।

ভুক্তভোগী তরুণী বলেন, রাকিবুল হাসান তার ছবি সুপার এডিট করে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তার রাকিবুলকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

কুষ্টিয়ার খোকসাতে কলা চাষে লাভবান বেশি হওয়ায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন কৃষকরা

আগের সময়ে সাধারণত গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন পতিত জমিতে কলা চাষ করা হতো। কিন্তু কলা চাষে লাভবান বেশি হওয়ায় এখানকার কৃষকরা ফসলি জমিতে বেশ যত্ন করে কলা চাষের ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করছে স্থানীয় কৃষকরা।

আবহাওয়া অনুকূলে ও ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ায় কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার কলা চাষীরা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছেন কলা আবাদে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর কলা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৩১ হেক্টর জমিতে। এ পর্যন্ত কলা চাষ হয়েছে উপজেলায় ৪৯৫ হেক্টর জমিতে।

ওসমানপুর ইউনিয়নে ১০১ হেক্টর জমিতে কলা চাষ হয়েছে। এছাড়াও কলা চাষ হয়েছে জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়নের ৭৭ হেক্টর, আমবাড়িয়া ইউনিয়নে ৩৭ হেক্টর, গোপগ্রাম ইউনিয়নে ৩০ হেক্টর, শোমসপুর ইউনিয়নের ৩৪ হেক্টর, খোকসা ইউনিয়নের ৩৫ হেক্টর, শিমুলিয়া ইউনিয়নে ৪৯ হেক্টর, পৌরসভায় ২৮ হেক্টর, বেতবাড়িয়া ইউনিয়নে ৬৭ হেক্টর ও জানিপুর ইউনিয়নের ৩৭ হেক্টর সহ মোট ৪৯৫ হেক্টর জমিতে এবছর কলার আবাদ হয়েছে।

জানা গেছে,বেশিরভাগ চাষীরা সবরী কলা ও চাপা সবরী, আনাজি কলা ও সাগরকলা সহ স্থানীয় আরো দুই তিন জাতের কলা আবাদ করেছে। কলা চাষীরা এ সকল জমির মধ্যে সাথী ফসল হিসেবে সরিষা আবাদ করেছে, আবার কেউ আবাদ করেছে কালোজিরা। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বাছাইকৃত কৃষকদেরকে কলা চাষের উপযোগী প্রশিক্ষণ ও উচ্চমূল্যের ফলন শীল ফসলের চাষাবাদ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আবহাওয়া ভালো থাকলে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে অন্য জায়গায় কলার রপ্তানি করে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে হবে বলে আশা প্রকাশ করছে কৃষি বিভাগ।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সবুজ কুমার সাহা জানান, কৃষকদেরকে

উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনামূল্যে কলার বীজ(পোয়া) ও রাসায়নিক সার প্রদান করায় উপজেলার কৃষকরা কলা চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আগামীতেও স্থানীয় কৃষকরা কলা চাষে বেশি আগ্রহী প্রকাশ করবে বলে আশাবাদী।

কুমারখালীর পান্টি ইউনিয়নের পীতাম্বরবশী গ্রাম পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের পীতাম্বরবশী গ্রাম পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. এহেতেশাম রেজা ও পুলিশ সুপার (এসপি) এ এইচ এম আবদুর রকিব।

আজ বুধবার দুপুর ২টার দিকে তারা পীতাম্বরবশী গ্রাম ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহবুবুল হক, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকিবুল ইসলাম ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

পরিদর্শনকালে গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করে জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা বলেন, আতঙ্ক ও ভয়ের কোনো কারণ নেই। প্রশাসন সবসময় আপনাদের সঙ্গে ছিল ও আছে। আপনারা সবাই মিলেমিশে বসবাস করছেন, বিভেদ ভুলে মিলেমিশেই থাকবেন। এ সময় জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

গত ৭ জানুয়ারি রাতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই মিছিল বের করেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা। এ সময় কুমারখালীর পান্টি ইউনিয়নের পীতাম্বরবশী গ্রামের কয়েকটি হিন্দুবাড়িতে হামলা- ভাঙচুর ও কয়েকজনকে মারধর করে করা হয়। এরপর এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া দুটি পরিবারের একটি ফিরলেও, অন্যটির দুই সদস্য বাইরে রয়েছেন। সেখানে প্রায় ৭০ ঘর হিন্দু পরিবার রয়েছে।

স্বতন্ত্র হয়ে ট্রাক প্রতীকে সংসদ সদস্য হয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ। তিনি ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে ২০১৮ সালে এ আসনে প্রথমবার নৌকা পেয়ে বিজয়ী হন যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ। এবার আওয়ামী লীগ তাঁর হাতেই নৌকা তুলে দিলেও আবদুর রউফের কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন। এর পরই বিজয়ী প্রার্থীর অনুসারীরা চড়াও হয় জর্জের সমর্থক পীতাম্বরবশী গ্রামের হিন্দু পরিবারের ওপর। সরেজমিন কথা হয় সাধারণ মানুষ ও ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়াও স্থানীয় মন্দির কমিটির নেতাদের সঙ্গে। হামলার জন্য তারা ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতাদের গ্রুপিং, জমি ও মন্দির কমিটি নিয়ে বিরোধ ছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভাজনকে দায়ী করেছেন।

পান্টি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ইউনিয়ন মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেব দুলাল বিশ্বাস বলেন, গ্রামের ৭০ ঘর হিন্দু পরিবারই আওয়ামী লীগের সমর্থক। অতীতে কখনও নির্বাচন নিয়ে এখানে হামলা-মামলা হয়নি। বিএনপি-জামায়াত নির্বাচনে আসেনি। তার পরও এবার হামলা মেনে নিতে পারছি না। নেতাদের গ্রুপিং রাজনীতির শিকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাড়িতে থেকেও সবাই শঙ্কিত, কখন কী হয়! আমরা শান্তি চাই।’।

পীতাম্বরবশী গ্রামে ঢুকতেই একটি মন্দির। ৫৩ শতক জমির এ মন্দির করেছেন গ্রামের বিশ্বাস পরিবারের পূর্বসূরিরা। আধিপত্য বিস্তার ও মন্দির কমিটির বিরোধে গত বছর একটি অংশ বিশ্বাসদের ত্যাগ করে। বর্তমান কমিটির সভাপতি জীবন রঞ্জন বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক দেব দয়াল বিশ্বাসের সঙ্গে আগের কমিটির সভাপতি সুজিত কুমার সরকার ও সাধারণ সম্পাদক পল্লব কুমারের দীর্ঘদিন বিরোধ চলে আসছে। সম্প্রতি পল্লব কুমারের লোকজন ধান কাটতে গেলে বাধা দেয় প্রতিপক্ষ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায়

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ময়না খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১২র’ সদস্যরা।

গ্রেপ্তারকৃত ময়না খাতুন(৩৭) তিনি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা পৌরসভার নওদাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে র্যাব-১২ সিপিসি-১ ক্যাম্পের কোম্পানি স্কোয়াড কমান্ডার কিশোর রায় প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, মঙ্গলবার(১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি ময়না খাতুন। ২০১৫ সালে ভেড়ামারা থানাধীন নওদাপাড়া গ্রামস্থ মনোয়ারা বেগমের বাড়ীর সামনে অবৈধ হেরোইন ক্রয়/ বিক্রয়কালে গ্রেফতার হন ময়না। উক্ত ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভেড়ামারা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১, ২০১৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ধারা-১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে ২০২১সালের ২৮নভেম্বর কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-১ এর বিচারক আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করে।

রায় ঘোষণার আগে থেকেই জামিনে বের হয়ে ময়না খাতুন আত্মগোপনে চলে যায়। পরে প্রথম স্বামীকে তালাক দিয়ে আবারও বিয়ে করে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ঢাকার সাভার এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছিলেন।

ময়না খাতুনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর থেকেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় র্যাবের গোয়েন্দা দল আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঢাকার সাভার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়ায় রোটারী অজয় সুরেকা দম্পতির উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়ায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রোটারি ক্লাবের এমপিএইচএফ অজয় সুরেকা ও পিএইচএফ স্মৃতি সুরেকার ব্যাক্তিগত অর্থায়নে আজ সকালে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় রোটারি ক্লাবের এমপিএইচএফ অজয় সুরেকা ও পিএইচএফ স্মৃতি সুরেকাসহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক জাকির হোসেন, রোটারিয়ান রুয়াইম রাব্বি এমপিএইচএফ এমডি, জাহিদুল ইসলাম রনিসহ রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক ৩২৮১ এর অ্যাডিশনাল গভর্নর রোটারিয়ান অজয় সুরেকা এমপিএইচএফ জানান, সারাদেশের মতো কুষ্টিয়াতেও শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কনকনে শীতে পৌর এলাকার শীতার্ত মানুষের মাঝে আমাদের নিজেদের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা যারা রোটারী করি এসব রোটারিয়ানরা নিজেদের উপার্জনের অর্থের একটি অংশ সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে থাকি। রোটারীর মাধ্যমে মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা একটি মহৎ কাজ। সমাজের বিত্তবানদের সকলের উচিত যার যার অবস্থান থেকে রোটারীর ন্যায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। তাহলেই আগামীর জন্য একটি সুখী-সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

এদিকে কম্বল পেয়ে বিভিন্ন পেশার মানুষ বলেন, রোটারী ক্লাবের অজয় সুরেকা ও তর পরিবারের পক্ষ পক্ষ থেকে এই তীব্র শীতে কম্বল উপহার পেয়ে আমাদের অনেক উপকারে লাগবে। শীত লাঘব হবে। কম্বল পেয়ে একটু আরাম পাবো।

মিরপুরের তরুন উদ্যোক্তা আবু সাইদের কুলবাগান পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নে কেউপুর গ্রামে তরুন উদ্যোক্তা আবু সাইদের কুল বাগান পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা। আজ সোমবার বিকালে এই কৃষি উদ্যোক্তার ফলের বাগান পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জহুরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশিদ, উপজেলা কৃষি অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন, দিশা কুষ্টিয়ার টেকনিক্যাল অফিসার কৃষিবিদ মোঃ জিল্লুর রহমান, দিশা সংস্থার কৃষি অফিসার এনামুল হক,সাংবাদিক সুমন মাহমুদ ও এসএম জামালসহ উপ-সহকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, আবু সাইদ একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা। উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা তিনি। অন্যের সাথে অংশীদারত্বের সাথে পেয়ারা বাগান গড়ে তোলেন। তারপর থেকে ইউটিউবে কুল চাষে অনেকের সফলতা দেখে কৃষি অফিস থেকে পরামর্শ নিয়ে তিনি চুয়াডাঙ্গা থেকে ভারত সুন্দরী কুলের চারা এনে পাশের গ্রামে ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন এই কুলের বাগান। আবু সাইদ বলেন, ‘বাগানে প্রায় সাতশত গাছ রয়েছে। বাগান করতে ব্যয় হয়েছে প্রায় তিন লাখ টাকা। বাগান তৈরির শুরু থেকে আমি নিজে শ্রমিকদের নিয়ে বাগান পরিচর্যার কাজ করে যাচ্ছি। গাছের যত্ন নেওয়া এবং সঠিক সময় জৈব ও গোবর সারসহ কিছু রাসায়নিক সারও গাছের গোড়ায় দূরত্ব বজায় রেখে দেওয়া হয়েছে। গাছে যাতে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বালাই আক্রান্ত করতে না পারে এ জন্য কৃষি বিভাগের পরামর্শে জীবানুমুক্ত ট্যাবলেট প্রত্যেক গাছ থেকে ১ ফুট ৬ ইঞ্চি দিয়ে পুতে দেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, প্রথমবারের মতো বাগান থেকে বরই সংগ্রহ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে প্রায় দেড়লাখ টাকার বিক্রি হয়েছে। এখনো প্রায় চার লাখ টাকার বিক্রি হবে বলে আশা করছি। এতে করে আমার সব খরচ বাদ দিয়ে নীট আড়াই লাখ টাকা লাভ থাকবে। উপজেলা কৃষি অফিসসহ দিশা সমন্বিত কৃষি বিভাগের কারিগরি সহায়তায় বাগান করতে নানা ধরনের সহযোগিতা করেছে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও জহুরুল ইসলাম বলেন, উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার দ্বারাই একটি কুল গাছ বা কুল বাগান থেকে আশানুরূপ ভালো গুণগত মানসম্পন্ন ও অধিক ফলন আশা করা যায়। কুল বাগানের মধ্যে অন্য ফসল আবাদ করেও আলাদা মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

বাগান ঘুরে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানান, দিন দিন আধুনিক কৃষি বিস্তার লাভ করায় এ অঞ্চলে ফলজ বাগানের সংখ্যা বাড়ছেই। কুষ্টিয়া জেলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম ও প্রচেষ্টা আমরা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই, যাতে করে অন্যরাও তা দেখে উৎসাহিত হয় এবং এ ধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসে।

তিনি আরও বলেন, ‘অনেক উন্নত জাতের সুস্বাদু কুল চাষ হচ্ছে এ জেলায়। কুল বাগান করে লাভবান হওয়ায় এ জেলার মানুষের পুষ্টিও বাড়ছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, জমিতে এবারে বিভিন্ন জাতের কুলের বাগান রয়েছে। বাগানগুলো সঠিক পরিচর্যার জন্য কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীরা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। ৩০ টি বরই বাগান আছে। আবু সাইদ আমাদের পরামর্শ নিয়ে উন্নত জাতের ভারত সুন্দরী বরই বাগান করেছেন। বাগানে প্রচুর পরিমাণে কুল ধরেছে। বাগানটি দেখে অনেকেই বাগান তৈরির জন্য আমাদের কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন। আশাকরি বাগান মালিক কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন।

দিশা কুষ্টিয়ার টেকনিক্যাল অফিসার কৃষিবিদ মোঃ জিল্লুর রহমান বলেন, আমরা পিকেএসএফের সহযোগিতায় তামাক চাষ কমাতে ফলজ বাগান গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দিশা সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ফল বাগান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে অনেক তরুণ উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছে। তাদের সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

এক যুগে পদার্পন করলো কুষ্টিয়ার কেএনবি এ্যাগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ

কুষ্টিয়ায় কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ১ যুগে পদার্পন করেছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে কারখানা চত্বরে মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশীদ।

এসময় তিনি বলেন, ফিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে আস্থা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে একটি প্রতিষ্ঠান সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে কুষ্টিয়ার এই কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ তার উৎপাদিত ফিড বাজারে নামী দামী উৎপাদিত ফিডের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাজার সৃষ্টি করেছে। আগামীতে এই কোম্পানী দেশের মধ্যে ১ নং স্থানে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি আরও বলেন, কেএনবি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিতর এই এক যুগে ইতোমধ্যে প্রায় এক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার কামরুজ্জামান নাসির কঠোর হাড়াভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে যেভাবে চাঙ্গা করে যাচ্ছেন ঠিক তেমনিভাবে কুষ্টিয়াতে আরো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসিরের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর পরিচালক চামেলী জামান, ডিজিএম (এডমিন) সাদ আহমেদ, এজিএম (সেলস এন্ড মার্কেটিং) ডা: মো: শহীদুল ইসলাম, একাউন্টস ম্যানেজার রমজান শেখ, ইমারত হোসেন, সেক্রেটারি রাজিব হোসেন, মাসুম শেখ, উৎপল কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসির বলেন, আমরা মুরগীর খাবারে গুণগত মানের সাথে কোন আপোষ করি না। ব্যবসায়ীদের

উদ্দেশ্যে এসময় তিনি বলেন, মানুষের জন্য কিছু করবো বলেই এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রতিষ্ঠানটি এক যুগে পদার্পন করেছি। ধীরে ধীরে আমার সেই ছোট প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে। এটি আপনাদের সমন্বয় যুগের পর যুগ টিকে থাকুক এ কামনা করি।
ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা সবাই যদি আমাদের নীতি আদর্শের প্রতি অবিচল থাকি তবে আপনাদের ব্যবসায়ীক সাফল্যের পাশাপাশি কোম্পানীও উন্নতি লাভ করবে এজন্য আপনাদের সহযোগীতা কামনা করি।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

এসময় বিক্রয় প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন জেলার ডিলারগন ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মীর তনিমা। এর আগে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসির ও কোম্পানীর পতাকা উত্তোলন করেন কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর পরিচালক চামেলী জামান। এরপর বেলুন উড়ানো ও কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।